দৈনিক ইনকিলাব C56

তারিখ 0 8 JUL 1986

পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

পরীক্ষা, পরীক্ষার্থী এবং নকল

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড ঢাকা, কুমিল্লা, রাজশাহী ও যশোরের অধীনে সারাদেশে অনুষ্ঠিত চলতি এইচএসসি পরীক্ষা এখন শেষ পর্যায়ে রয়েছে। ক'বছর ধরে এ চারটি বোর্ড একই সময়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা গ্রহণ এবং ফল প্রকাশ করে আসছে। সাম্প্রতিককালের পরীক্ষাসমূহ যে কোন বিবেকবান নাগরিককে দেশ জাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশ করে তোলে। গত ক'বছর ধরে কর্তৃপক্ষের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণের সুতো এতই ঢিলে হয়ে গেছে যে, এখন আর পূর্বাবস্থায় ফেরত যাবার জো নেই। এইচএসসি পরীক্ষায় যে লাগামহীন নকলের দৌরাত্ম্য পরিলক্ষিত হচ্ছে তা জাতির জন্য কোনক্রমেই মঙ্গলজনক নয়। তারপরও কথা থেকে যায়, শুধু কি নকল? পরীক্ষার্থীরা আজকাল আর পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেয় না, ওরা অধ্যাপক ঠেঙ্গানোর প্রস্তুতি নেয়, পরিদর্শক কেনার পয়সা যোগায়। এসব খবর কাগজের পাতায় এসেছে। কোথাও কোথাও নকল ধরার অভিযোগে প্রতিবাদ হয়, ঘেরাও হয় কর্তৃপক্ষ, হুমকি আসে জীবনেরও। অপরদিকে এ বৈরী পরিবেশের দায় কেবলমাত্র পরীক্ষার্থীদের ঘাড়ে চাপিয়েই নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। এক শ্রেণীর কলেজ শিক্ষক পরীক্ষা হলে ছাত্রদেরকে সহযোগিতার আশ্বাসে চড়া দামে নোট বিক্রি করে। ছাত্ররা

৭ পৃঃ দেখুন

শিক্ষাঙ্গন

৫-এর পৃঃ পর

পুলকিত হয়ে সেসব নোট পড়ে বদহজমে ভোগে, পরীক্ষার হলে ঢুকে ঝিমোতে থাকে। তখন প্রতিশ্রুত শিক্ষক তার দায় লাঘবের জন্যই সচেষ্ট হয় এবং তার হাতে নকলের বস্তা তুলে দেয়। তাছাড়া ক'বছর ধরে এমন কিছু পুস্তিকা বাজারে পাওয়া যাচ্ছে যা নকল প্রক্রিয়ার জন্য খুবই সহায়ক।

একশ্রেণীর কলেজ শিক্ষক ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি নিয়ে এসব বই বাজারে ছাড়েন, যার মূলে স্বাভাবিকের চেয়েও কয়েকগুণ বেশী। এসব ছোট ছোট পুস্তিকাকে ইদানিং পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা পাসের অমূল্য বটিকা হিসেবে ভাবতে শুরু করেছে। স্বীকার্য যে, এসব পুস্তিকা থেকে অধিকাংশ উত্তরই কমন পড়ে। লক্ষ্য করা গেছে, এক শ্রেণীর প্রকাশক এসব পুস্তিকা প্রকাশ করে মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরুর ঠিক পূর্ব সময়টাতে বাজারে ছাড়েন আর তাৎক্ষণিকভাবে পরীক্ষার্থীরা সেসব বগলদাবা করতে লাইব্রেরীতে ভিড় জমান। ফলে সারা বছর লেখাপড়া করে যাঁরা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেন তাদের তুলনায় নকলবাজ পরীক্ষার্থীদের ফলাফল তেমন একটা খারাপ হয় না। আর মামা আছেন এমন নকলবাজ ছাত্রদের চাকরির ক্ষেত্রেও কোন অসুবিধা হয় না। দেখা গেছে, সর্বক্ষেত্রে এদেরই জয় জয়কার এখন।

এহেন চারিত্রিক ত্রুটি থেকে আমাদের মুক্ত হতে হবে। এখন সবচেয়ে বেশী যা প্রয়োজন তা হলো মানুষের নৈতিক অবক্ষয়রোধ। মানুষের মানবিক মূল্যবোধকে পুনর্জাগরিত করতে হবে। পরীক্ষায় নকল বন্ধের আগে আমাদের সামাজিক জীবনের পঙ্কিলতার ক্ষতগুলো মুছে ফেলার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। এছাড়া কোন উপায় নেই। ছাত্রদেরকে এখন এমন এক পর্যায়ে নিয়ে আসা হয়েছে, যা পিঠ চাপড়ে সংশোধনের সময় নেই। ওদিকে জোর করেও বন্ধের উপায় নেই। ছাত্ররা মারমুখী হয়ে আছে, তাদের সহযোগিতা করছে একশ্রেণীর

গ্রাম তুলে নিব, তবু বদরুদ্দীনকে তোরা ছেড়ে দে।" কিন্তু সে কথায় কেউ কর্ণপাত করেনি বরং তারা আরো ক্ষিপ্ত হয়ে বদরুদ্দীনকে মারধর